প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

শিল্পী ও দেশ-কালের সম্মুখ । লেখকের অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টি-প্রবণতা । তারাশংকরের জীবন ও অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় । সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃতি । আঞ্চলিকতার সূচনা ও তার সম্ভাব্য কারণ । তারাশংকরের আগ্রহ ।

'A poet is the combined product of such internal powers as modify the nature of others; and of such enternal influences as excite and sustain these powers; he is not one, but both. *** Poets, not otherwise than philosophers, painters, sculptors and musicians, are, in one sense, the creators, and in another, the creations of their age.' ১

কবি শেলীর এই বক্তব্য সত্য এবং মূল্যবান । সকল সাহিত্যকর্ম বিশেষ স্থান ও কালের মানবজীবনসূত্রেই চিরন্তন মানুষের বিশ্বজনীন পরিচয় বহন করে । সাহিত্য, সেই জন্য, সুস্পষ্টভাবে হ'লেও , যুগলক্ষণ-চিহ্নিত হয়ে থাকে । এই কারণে কোন ভাষার সাহিত্যধারাকে সাধারণধর্ম - বিচারে যুগবিভাগ ক'রে অধ্যয়ন করার রীতি প্রচলিত । শিল্পস্রষ্টামাত্রেই সমকালের দ্বারা প্রভাবিত, আবার শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর যুগের শিল্পবোধ ও রুচিকে প্রভাবিত করতে পারেন । প্রকৃত সাহিত্য একই সঙ্গে রচয়িতার স্বাতন্ত্র্য ও রচনাকালের সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের দর্পণ । একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । ইংরেজি নব্য রোমান্টিক সাহিত্যে টমাস পেইন, উইলিয়াম গডুইনের গদ্যরচনায় ও বিভিন্ন কবির কাব্যে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, সমকালীন গণচেতনা, মানবতা ও মুক্তি-সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ এবং সদ্যজাগ্রত রোমান্টিকতা যুক্ত হয়েছে । আবার ওই কালের কবিদের রচনায় ভাবনা ও ভঙ্গির পার্থক্যও লক্ষণীয় । প্রকৃতিপ্রেমিক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিসর্গের শান্তিদায়িনী কল্যাণী শক্তিতে বিশ্বাসী, দৃশ্য থেকে তিনি মগ্ন হন দার্শনিক ভাবনায় ;

১। P.B.Shelley - 'Preface' to Prometheous Unbound, 1961 Indian Edition/1966. Bookland Pvt. Ltd. Calcutta. PP.48-49/ The Complete poems of Keats and Shelley The Modern Library, New York. P.227.

কোলরিজের আগ্রহ বহির্জগতের রহস্যময়তা, অলৌকিকতা , বিভীষিকা ও মধ্যযুগীয় বাতাবরণের প্রতি ; সুদূরের পিয়াসী শেলী তুরীয়ানন্দে শান্তি দেন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য - লোকে , তাঁর কাব্যে দেখি রক্তিম প্রেম ও বিদ্রোহের আকর্ষণ আর প্রকৃতির বৌদ্ধায়ন । কীট্‌স্ প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনায় প্রকৃতি ও বস্তুর বহিঃসৌন্দর্য আস্বাদনক্রমে যাত্রা করেন মৃন্ময় কল্পলোকে , একাত্ম হ'য়ে ওঠে বাস্তব ও পুরাণস্মৃতি । আর স্যর ওয়াল্টার স্কট যখন খোঁজেন অতীতের বাস্তব কাহিনী,তার বীরত্ব , প্রেম ও রোমান্স , তখন বায়রণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে চান প্রেরণা, ভালবাসেন আবেগদীপ্ত, আত্মবিশ্বাসী দুঃসাহসী মানুষ । বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক শিল্পের উপাসক মধুসূদন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার তুলনা করলে অন্তর্গত উপলব্ধি , বক্তব্য ও সুরভঙ্গির (tone) যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় দুজনের যুগব্যবধান ও মেজাজের পার্থক্যই তার কারণরূপে অনুভব করা যায় ।

উপন্যাস হল 'an image of life' ২ — এর ভিত্তি বাস্তব জগৎ । ঔপন্যাসিক তাঁর সমকাল অথবা অতীতের পটভূমিতে একাধিক চরিত্রের পরস্পরের এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক চিত্রিত করেন । জীবনের মহিমা ও সামাজিক মানুষের গুরুত্ব অনুভব ক'রে তিনি ভালমন্দ , সৎ অসৎ নির্বিশেষে জীবনের এক সামগ্রিক রূপ অংকন করতে চান । কল্পনা, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি প্রভৃতির সমন্বয়ে অনন্ত রহস্যময় মানবজীবনের এক অখণ্ড রসরূপ রচনা তাঁর লক্ষ্য । তাই এতে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে সবচেয়ে বেশি ; এমন কি মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসেও, যেখানে চরিত্রগুলির স্মৃতি, কল্পনা, আবেগ , মিশ্রিত মনোলোকই প্রাধান্য বিস্তার করে , সমাজ ও সভ্যতা আংশিকভাবে হ'লেও , পটভূমিতে দেখা দেয় ।

যে কোন রচনায় লেখককে সুনির্বাচিত উপাদানের সাহায্য নিতে হয় । এই গ্রহণ - বর্জন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকে লেখকের শিল্পচেতনা — যা প্রকৃত পরীক্ষায়

২। Walter Allen - Reading a Novel. 1963/1969 J.M.Dent & Sons, London, P.19

স্থান - কাল নিরপেক্ষ নয়। লেখকমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব, মনোভঙ্গি, আবেগানুভূতি, সামাজিকবোধ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর বংশগত ঐতিহ্য, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা, এই কারণে সাহিত্যকর্মের সম্যক বিশ্লেষণে লেখকের জীবনকাল ও পরিবেশের সংবাদ জানাও প্রয়োজন হয়।

কোন সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার ভান্ডার বিপুল হলেও, দেখা যায়, তার বিশেষ কোন অংশই তাঁকে বেশি অনুপ্রাণিত করে। সাধারণতঃ যৌবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ শিল্পিমনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করে। স্যার ওয়াল্টার স্কট কৈশোরে স্কটল্যান্ডের সীমান্ত এলাকায় টুইড উপত্যকায় প্রকৃতি সান্নিধ্যে বড় হন, ঠাকুমার কাছে প্রাচীন কাহিনী শোনেন। যৌবনে গ্রামে ঘুরে স্কটল্যান্ডের জীবনধারা দেখেছিলেন। স্কটল্যান্ডের জীবন, বিশেষভাবে অতীতকথা তাঁর রচনায় প্রাধান্য পাওয়ার একটি স্পষ্ট কারণ এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চার্লস ডিকেন্স তাঁর যৌবনে দেখা লন্ডনের শ্রমজীবী ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন উপন্যাসে আঁকতে আগ্রহী ছিলেন। শরৎচন্দ্র যৌবনে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বর্মায় অতিবাহিত করেন। 'শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব', 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসে ব্রহ্মদেশের সমাজ - পরিবেশ, নানা ঘটনা, মদ্যপ, মিস্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র তাঁর সেখানকার অভিজ্ঞতার ফসল।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক প্রবণতা ও সাধনার যথার্থ বিশ্লেষণে তাঁর কাল ও পরিবেশগত তথ্য অনুধাবণ করাও বিশেষ প্রয়োজন। আত্মজীবনী - মূলক রচনায় তারাশংকর তাঁর বহুতর অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা এবং সাহিত্যচর্চার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, টলস্টয়, ডিকেন্স, কনরাডের মত তাঁর রচনায় ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতার জগৎ বহু পরিমাণে প্রত্যক্ষ উপাদান হয়ে উঠেছে। আপন গ্রাম ও জেলার প্রতি তীব্র, গভীর আকর্ষণ তাঁকে সাহিত্যে পরিচিত জীবন অংকনে

উৎসাহিত করেছে, যার ফলে আমরা তাঁর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একজন কৃতী আঞ্চলিক ঔপন্যাসিককে লাভ করেছি । তিনি সর্বদাই পরিচিত পটভূমি ও উপাদান গল্প উপন্যাসে গ্রহণ করে মুক্তি বোধ ও সফল্যলাভ করেছেন । নাগরিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসে তাঁর অস্বচ্ছন্দ্য ধরা যায় । তাঁকে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক ব'লে উল্লেখের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও তৎপরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে । আপাততঃ আমরা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যালিক যশ প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই ।

তারাশংকরের জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে, ১৮৯৮ সনের ২৩শে জুলাই । শৈশব থেকে তিনি মা ও পিসিমার দ্বারা পরিচালিত ও অধিক প্রভাবিত হন । মা তাঁকে দেন দেশপ্রেমের প্রেরণা, আর পিসিমা তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দিয়ে কৈশোরে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন , কর্মঠ ও যোগ্য জমিদার করে তুলতে চান । 'ধাত্রীদেবতা'র মা ও পিসিমা চরিত্রদুটি এঁদের সাদৃশ্যে অংকিত । মার চরিত্রমাধুর্য ও জনসেবার আদর্শ তারাশংকরকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাঁর গল্প বলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা বাল্যাবস্থায়ে তারাশংকরের মনে গল্পের প্রতি আকর্ষণ সঞ্চার করেছে । তারাশংকরের গল্প,উপন্যাসের বহুবিচিত্র চরিত্র ও উপাদানের পশ্চাতে তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নিজ গ্রাম ও জেলার অবদান অনস্বীকার্য । ওই অঞ্চলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক সাধক, বাউল, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ফকির, কবিয়াল, পটুয়ার বাস ও প্রায়ই আসাযাওয়া ছিল । এছাড়া বেদে, সাপুড়ে, বাজিকর প্রভৃতি যাযাবর শ্রেণীর মানুষও আসত উপার্জনের জন্য । ছোটবেলা থেকে এইরকম নানা ধরণের মানুষের আচরণ দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল এবং এদের সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল তাঁর স্বভাবে ছিল । বাংলার সাধারণ গ্রামের তুলনায় লাভপুর সে সময় সাহিত্য - সংস্কৃতি চর্চায় অনেক অগ্রসর ছিল । সেখানে পাবলিক লাইব্রেরী ও থিয়েটার ছিল — বিখ্যাত নাট্যকাররাও আসতেন । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন —"তারাশংকরের সৌভাগ্যক্রমে তাহার জন্মস্থান লাভপুরের সমাজে প্রাক – আধুনিক যুগের

সমাজবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন উপাদান একটা কৌতূহলোদ্দীপক, নানামুখী ধর্ম ও আচার - সংঘাতের ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল। এই সমাজের রাঢ়দেশে একটা প্রতিনিধিত্ব - মূলক প্রাধান্যও ছিল।'[৩] তারাশংকর লিখেছেন —'সাম-তন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরা ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্ব আমাদেরও অংশ ছিল।'[৪] তারাশংকরের প্রপিতামহ ছিলেন পূর্ববঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণ। লাভপুরের জমিদার সরকার বংশের এক কন্যাকে বিবাহসূত্রে তিনি আনুমানিক ১২২৭ (ইং ১৮১১ - ২০) সালে এখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তারাশংকর ওই সরকারদের দৌহিত্রবংশ এবং চতুর্থ পুরুষ। একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন —'উত্তরাধিকারসূত্রে আমি যাহা পাইয়াছি, তাহার বার্ষিক মুনাফা — আমার অংশ আন্দাজ ১০০০। ২০০০ টাকা। চাষের জমি আমার অংশ ৭৫।৮০ বিঘা।'[৫]

তারাশংকরের সতের বছর বয়সে ধনী ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় কিন্তু এ ঘটনা তাঁর পক্ষে বিশেষ সুখকর হয় না। সংসারের অভিভাবিকা পিসিমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ও শ্বশুর - পরিবারের মনোমালিন্যের ফলে তারাশংকরকে অনেক কাল অশান্তি ভোগ করতে হয়। তাঁর উক্তি —'শ্বশুর কুল আমার কলিয়ারীর মালিক, তাঁরা পড়ো জমিদারঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতা আপিসে, কখনও কয়লাকুটিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে

৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৭২
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কলিকাতা। পৃ.৫৭৭

৪। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — আমার কালের কথা।১৩৫৯ বেঙ্গল পাবলিশার্স।পৃ১২

৫। জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের বিবাহ - প্রস্তাবকালে শিলিগুড়ি নিবাসী আইনজীবী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ১৪.২.১৯৪৪ তারিখে লিখিত এক পত্র। ডঃ বিশ্বনাথ রায় কর্তৃক 'অপরিচিত তারাশংকর' শিরোনামে প্রকাশিত — পরিবর্তন, ২০ - ২৬ জুলাই, ১৯৮৩

তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাসছয়েকের বেশি লেখে থাকতে পারিনি, পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি — তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।' [৬]

কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় তারাশংকর স্বাধীনতা আন্দোলনে আকৃষ্ট হন এবং ১৯১৭ তে কিছুদিন নজরবন্দী থাকেন। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন এবং অবসরমত সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন। তাঁর মনে দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের আকর্ষণ বড় ছিল না, দেশপ্রেমের আবেগটাই প্রধান ছিল। তাই কংগ্রেসের সভ্য হয়ে দেশসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে পথঘাট সংস্কার, আগুন লাগলে নেভানো, কলেরা প্রভৃতি মহামারীতে রোগীর সেবা, শবদাহ প্রভৃতি কাজ করেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৪। ২৫ সালে বীরভূমের ৩০।৪০ টি গ্রামে ছ-মাস ধরে তিনি জনসেবা করেন। ১৩৩৫ সালে 'প্রবাসী' থেকে 'রসকলি' গল্প ফেরৎ এলে মর্মাহত হয়ে তিনি সাহিত্যরচনার ইচ্ছা ত্যাগ করে নির্বাচনে যোগ দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন। এ সময় বীরভূমে কংগ্রেসের কলহ দেখা দেয় — সেই সূত্রে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। সুভাষের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে তিনি তাঁকে পরে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উৎসর্গ করেন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে তারাশংকর কারারুদ্ধ হন। তখন, জেলে 'রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের চেহারা' ও 'আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা' দেখে বিরক্ত হয়ে রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। পরে জমিদারী থেকে মুক্ত হয়ে বোলপুরে একটা প্রেস খোলেন। একটি ব্যঙ্গ কবিতা ছাপানোয় জেলাশাসক পুরুসদয় দত্তর রোষদৃষ্টিতে পড়েন। সুভাষচন্দ্র তাঁকে আপোষ না করে প্রেস বন্ধ করার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাই করেন। সামান্য কাল পরে কংগ্রেসের

৬। আমার সাহিত্য জীবন (১ম পর্ব), ১৩৭৬, কল্লোল পাবলিশিং, কলিকাতা। পৃ.৪৯

সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যচর্চায় মন দেন । লেখকজীবনের প্রথম দিকে লাভপুরের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁর অসুস্থি হচ্ছিল । এসময় কন্যা বুলুর অকাল-মৃত্যুর শোক ভোলবার জন্যে তিনি গ্রামে গ্রামে মন্দিরে, মেলায়, ধর্মীয় স্থানে, শ্মশানে ঘুরে বেড়াতেন । এইভাবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তা সাহিত্যরচনায়, তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছে ।

কথাসাহিত্যে তারাশংকরের লেখনী অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে নিযুক্ত হয়েছে — তার আগে কবিতা ও নাটকের প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । 'সচিত্র শিশির' 'ভারতবর্ষ' ও লাভপুরের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় কবিতা লিখে তিনি তৃপ্তি পাননি । 'ত্রিপত্র' কবিতাসংগ্রহ প্রকাশেও অতৃপ্তি যায় নি । তারাশংকরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও জনপ্রিয়তা দিয়েছে কথাসাহিত্য — প্রথমে গল্প, অনতিবিলম্বে উপন্যাস । সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতিপর্বে যখন লক্ষ্যহীনভাবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজছিলেন তখন 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বেনামি বন্দর : জনি ও টনি' গল্পদুটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে । শৈলজানন্দের মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতকে সাহিত্যে রূপদানের ইচ্ছায় তিনি বীরভূমের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে 'রসকলি' গল্পটি লেখেন । 'কল্লোল' এ প্রকাশিত 'রসকলি' ও 'হারানো সুর' গল্পের মাধ্যমে তারাশংকর বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিত হন এবং তারপর উপাসনা, ধূপছায়া, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ ও খ্যাতিবৃদ্ধি হতে থাকে । চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের পরামর্শে রচনা প্রকাশের ব্যাপারে সুবিধার জন্য ও পুলিশের অহেতুক সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছায় তারাশংকর ১৯৩৩ সাল থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন । সেই সঙ্গে তাঁর লাভপুরের জীবন তথা সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকাপর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় । সে সময় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি উৎসাহ ও মনোবল হারাননি । এমন কি ১৯৩৮ সালে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে বম্বে টকীজে

গল্পলেখকের চাকরির প্রস্তাব দিলে তারাশংকর সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাতের আশংকায় আশাতীত উচ্চ বেতনের আকর্ষণ তুচ্ছ করে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এইভাবে নানা প্রতিকূলতা সহ্য করেও সংকল্পচ্যুত না হয়ে হয়ে সাহিত্যসেবায় যে প্রতিষ্ঠা ও যশ তিনি অর্জন করেছেন তার দুঃসংকুল যাত্রাপথের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিকজ্ঞানে অনুক্ত থাকল।

তারাশংকর নিজে ১৩৩৫ -এর বৈশাখ, 'কল্লোল' এ 'হারানো সুর' গল্পটির প্রকাশকাল থেকে তাঁর সাহিত্যিকজীবনের আরম্ভ বিবেচনা করেছেন, যদিও তার সামান্য আগে 'কল্লোলে' প্রকাশিত 'রসকলি' গল্প পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রবল, রবীন্দ্রনাথের লেখনী সৃষ্টিমুখর। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কালেই শরৎ-উপন্যাসের অপূর্ণতা ও শিল্পগত ত্রুটিগুলি নবীন সাহিত্যিকেরা অনুভব করেছিলেন। ফলে, 'সবুজপত্র', 'ভারতী', 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকার পাতায় শরৎসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াজাত বিষয় ও ভঙ্গির নূতনত্ব সূচিত হয়েছিল, অনেকটা যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির প্রয়াস থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। সাহিত্যের আঙ্গিনায় তারাশংকরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় — (১) রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত, কাব্যমণ্ডিত ভাষায় মানবজীবনের বা সমাজের চিরন্তন অথবা ব্যক্তির নিজস্ব ভাবগত সমস্যা ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। (২) শরৎ - উপন্যাসে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের স্নেহ, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি ও রোমান্টিক প্রণয়ের কোমল-মধুর কাহিনী এবং অশিক্ষা, অন্ধ-সংস্কার, কলহ ও দারিদ্র্য - পীড়িত পল্লীর কথা। (৩) মণী-দুলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের রচনায় নগরের উচ্চ - মধ্যবিত্ত মহলের অভিজাত আধুনিক আচার - ভব্যতা, ভদ্রতা ও ভুইংরুম - আশ্রয়ী অতি-রোমান্টিক জীবনচিত্র। (৪) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসে অবচেতন মনের বিশ্লেষণ ও যৌন সমস্যা চিত্রণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ছাপাখানা, প্রকাশক ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রসারের সঙ্গে বাংলার শহরগুলিতে ও আশেপাশে চিন্তাশীল, রুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিপ্রেমী

পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ও পাঠকসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এই পাঠকসমাজ প্রায় পুরোপুরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই মধ্যবিত্তমানসে বিপুল আলোড়ন জেগেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন, রুশ বিপ্লব ও বলশেভিক পার্টিগঠন, জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকান্ড প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা তাকে অস্থির করেছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সংগঠনকর্ম, ইংরেজকর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টির প্রচেষ্টা যেমন তার মনকে আশা ও আশংকায় দোলায়িত করেছিল তেমনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দিনের অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বস্ত্র ও বেকার সমস্যা তার ব্যবহারিক জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছিল। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও জীবন সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল — শ্রদ্ধা, কর্তব্য, প্রেম, বন্ধুত্ব, সাংসারিক সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতা প্রভৃতির পূর্বপ্রচলিত ধারণা শিথিল হ'তে থাকল, যৌথ পরিবারগুলিতে দেখা দিল ভাঙন। তাই পাঠকসমাজের বৃহদংশ আর সুখভাবাত্মক জীবনতত্ত্ব, অতিলৌকিক উপলব্ধি বা কৃত্রিম একঘেয়ে শহুরে হৃদয়কাহিনী নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। লেখকরাও প্রায় সকলে ছিলেন এই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমকালে তরুণ সাহিত্যিকরা অনেকেই মধ্যবিত্তের মনের জটিলতা, যন্ত্রণা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁদের রচনায় প্রকাশে উন্মুখ হয়েছিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর [৭] অনেক লেখক ছোটগল্পে সফল হলেও উপন্যাসে সমকালীন জীবনজটিলতাকে সুস্পষ্টরূপে আঁকতে পারেননি। তার কারণ, অনুমান হয়, বিদেশী সাহিত্য ও ভাবধারার সঙ্গে তাঁদের যতটা পরিচয় ছিল, বাংলা-দেশের জীবন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়তা সে তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়, কল্পনা, ভাষা ও সংলাপের কৃত্রিমতাহেতু উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বলা চলে, প্রাকৃতিশের ঔপন্যাসিক-প্রয়াস স্রষ্টার আপন ভাবজগতের প্রক্ষেপে সৃষ্টির পরিমন্ডল ও বাস্তবতাকে খন্ডিত করেছে।

৭। রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রমণ ও আধুনিকতর সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসী সমভাবিত 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' 'প্রগতি' 'উত্তরা,' 'আত্মশক্তি,' 'ধূপছায়া,' 'সংহতি' ইত্যাদি পত্রিকার তরুণ লেখকগণ তাঁদের প্রধান মুখপত্রের নামানুসারে 'কল্লোলগোষ্ঠী' নামে পরিচিত।

পরিবর্তনমুখী সমাজের বাস্তব চিত্র ও চেতনা বাংলা উপন্যাসে উপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করল ত্রিশের দশকে । শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়ো হাওয়া' , 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', 'মিছিল', 'উপনায়ন' জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'লঘুগুরু', প্রবোধকুমার সান্যালের 'কলরব' প্রভৃতি উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত । সেই সময় যে কয়জন ঔপন্যাসিক সাবলীল স্বকীয়তায় কল্লোলগোষ্ঠীর এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এসেছেন তারাশংকর তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য । অপর কয়েকজন — ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার , অন্নদাশংকর রায় , বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেদিন উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও পটভূমির নূতনত্ব পাঠকের কাঙ্ক্ষিত ছিল এবং কোন কোন লেখক এ দুয়ের পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট ছিলেন । শৈলজানন্দ , তারাশংকর , সরোজকুমার , বিভূতিভূষণ ও মানিকের আঞ্চলিক বর্ণময় রচনা তখন বাংলা কথাসাহিত্যে চিত্তহারী নূতন সংযোজনরূপে সমাদৃত হয়েছিল ।

বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক - জীবন-চিত্রণ - প্রবণতার সম্ভাব্য কারণ সন্ধানকালে প্রথমে মনে হয় ব্যাপারটি বহু পরিমাণে রবীন্দ্র-শরৎ-প্রভাতকুমারের সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াঘটিত । বাংলা উপন্যাসে যখন রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও ভাবচর্চা , শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের রাগঅনুরাগ , বুদ্ধদেব, মণীন্দ্রলাল ও অন্যান্যদের নগরজীবন ও শিক্ষিত মানুষের সৌখীন জীবন, নরেশচন্দ্র চারুচন্দ্রের দেহচেতনা ও যৌনসমস্যার কাহিনী পাঠকমনে কিছুটা পরিচয়জনিত অনীহা কিছুটা আয়ত্তাতীত দূরত্বহেতু নির্লিপ্ততা এনেছিল, তখন ভিন্নতর বিষয় সন্ধানের প্রয়োজন হয়েছিল । লেখকরা কেউ কেউ পাঠককে অতি পরিচিত জীবন - পরিবেশের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তি দিতে নূতন পটভূমি বেছে নিয়েছিলেন । প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর নগর পরিবেশের গ্লানি ও সমস্যা মধ্যবিত্তমানসে ক্রমশ বিরূপতা এনেছিল । সেই অতি পরিচিত নাগরিক জীবনের কথা পাঠকমনকে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত করছিল ।

লেখকদের পক্ষেও একথা অনেকটা প্রযোজ্য । বাস্তবে সম্ভব না হলেও সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা নূতন পরিবেশে নূতন মানুষের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছিলেন । ফলে, 'কল্লোল,' 'কালিকলমে'র অনেক লেখায় সেদিন শহর থেকে দূরের গ্রাম্যপ্রকৃতি , জনপল্লী পাঠককে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল । প্রেরণাবাদীরা হয়তো বলবেন, সাহিত্যে কোন পরিবর্তন এভাবে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হয় না, লেখক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় নূতন বিষয়ের সন্ধান লাভ করেন । তার উত্তরে আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্বে তরুণ কবিদের রবীন্দ্রপ্রভাব - অতিক্রমণের সর্বজনজ্ঞাত প্রচেষ্টার কথা বলতে পারি । কবিতার চেয়ে উপন্যাস রচনায় তাৎক্ষণিক আবেগ অপেক্ষা দীর্ঘকালীন প্রস্তুতির প্রয়োজন সমধিক । মাঝে মাঝে পূর্ববর্তী সাহিত্যধারা থেকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে নবীনেরা উৎসাহিত হন । ঐতিহ্যের মূল্যবান দিকটা গ্রহণ ক'রেও বিষয় ও ভঙ্গির নূতনত্ব আনয়নে আপন স্বাক্ষর রাখার ইচ্ছা ক্ষমতাবান লেখকমাত্রের থাকা স্বাভাবিক । মানবমনের মজ্জাগত বৈচিত্র্যস্পৃহা সম্ভবতঃ লেখকমনে অধিকতর প্রবল । বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সেই বৈচিত্র্যাকর্ষণ ও সন্ধানী প্রয়াসের ফল । এর আবির্ভাবের আর একটি কারণ, সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অটল ছিল । অভিজাত শ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার প্রতি সাধারণের সমর্থন ও শ্রদ্ধা ছিল । বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর নায়কের সাক্ষাতই মেলে । এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিম্ন - মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দলে বেড়ে উঠেছে । এই সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা যেমন প্রবল তেমনি নূতনকে গ্রহণ করার প্রবণতা ও উদারতা বেশি । বিংশ শতাব্দীর বাংলায় নাগরিক জীবনের বিস্তার, সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিকচেতনা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনতিবিলম্বে পূর্বপ্রচলিত সমাজবোধে পরিবর্তন এনে দিল । বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তের মধ্যে, ব্যবহারে না হ'লেও , একটা আত্মিক যোগ গড়ে উঠেছিল , কারণ, উভয়েই ধনীসম্প্রদায়ের প্রতারণা ও শোষণের শিকার হচ্ছিল । যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট এই দুদলেরই অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল । বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠক-সাধারণ ও লেখক উভয়েই , প্রায় সর্বাংশ , এই মধ্যবিত্ত সমাজের ।

92075
12 FEB 1986
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

ধনতান্ত্রিক সমাজ ও বণ্টনব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ থেকে এঁদের মধ্যে দেখা দিল নূতন মানবতাবোধ। কিন্তু তৎকালীন সাহিত্যে এই সদ্যজাগ্রত অনুভূতি প্রতিফলিত না হওয়ায় পাঠক ও লেখক অনেকেই অতৃপ্তি ও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সুগভীর মানবতাবোধসম্পন্ন হয়েও তাঁর কথাসাহিত্যে বিত্তহারা, কৌলীন্যহীন বা সংগ্রামী মানুষের জীবনকাহিনী রচনা করেন নি। তাঁর নায়কেরা ধনতান্ত্রিক পরিবেশে লালিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর 'গল্পগুচ্ছে' কামার, কাঁসারী ছুতার মুটে মজুর তো নেইই, এমন কি বাংলা কৃষকের সমস্যাসংকুল জীবনের গল্পও পাই না। বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত মানসিকতা ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। শরৎচন্দ্র এ সময়কার পরিবর্তিত গণচেতনা কিছুটা অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে জমিদারীর অংশভোগী দ্বিজদাস লজ্জিত, পাঁচজনের মত খেটে খেতে না পারলে তাদের মত উপোষী থাকতে চায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিপ্রদাসের জমিদারী ব্যক্তিত্ব উপেক্ষা করে প্রজাদের প্রতিবাদ-মিছিল তারই সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখি দ্বিজদাসকে। তবু শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজ আঁকতে গিয়ে হৃদয়গত সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শৈলজানন্দ বিভূতিভূষণ, সরোজকুমার, মানিক ও তারাশংকরের অঞ্চলভিত্তিক রচনায় এ যাবৎ উপেক্ষিত সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অপমানিত, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এদিক থেকে দেখলে বাংলা আঞ্চলিক গল্প উপন্যাসের সাফল্য নেহাৎ আকস্মিক ব'লে মনে হয় না, বরং বাংলার সমাজচেতনার বিবর্তনের একটা সময়োচিত প্রকাশ বলা যায়। [৮]

৮। সমাজচেতনার প্রসারের সঙ্গে সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তারের লক্ষণ অন্যান্য সাহিত্যেও দেখা যায়। ইংরেজি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য ক'রে সমালোচক বলেছেন —'The widening of the novel's social range carried with it the widening of its geographical range: *** And the cultivation of both 'low' and middle - class life as material necessitated more variety of setting; ' - - Cathelleen Tillotson - Novels of the Eighteen - Forties. 1954/1962. Oxford University Press, London.P.88

১৩৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠের কালিকলম পত্রিকায় শৈলজানন্দের 'বেনামীবন্দর : জমি ও টমি' গল্পের হাসির রং ও আবেগে বিমুগ্ধ তারাশংকরের মনে হয়েছিল —'অদ্ভুত ! বীরভূমকে এমনি ক'রে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায় ! ' [১] এই ইচ্ছা নিয়েই তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে অগ্রসর হন । তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল যে কোন কথাসাহিত্যিকের পক্ষে ঈর্ষা করার মত, প্রচুর । তাই অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তুর প্রতি মমতা ও স্থির লক্ষ্যের সংযোগের ফলে আমরা তাঁকে বাংলাসাহিত্যে অঞ্চলাশ্রয়ী রচনার প্রধান শিল্পীরূপে পেলাম । তাঁর উপন্যাসরাজির সংখ্যাবিপুলতায় এইপ্রকার রচনার পরিমাণ ও গুরুত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।

বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের সূচনা ও তারাশংকরের সাহিত্যিক প্রয়াস সম্পর্কে এ সকল তথ্য মনে রেখে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' ও 'আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক' — বর্তমান প্রবন্ধে একান্ত প্রয়োজনীয় এই দুটি পরিভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হব ।

১। আমার সাহিত্য জীবন (১ম) পৃ· ১১